দৈনিক বাংলা

তারিখ 0.8 SEP 1993
পৃষ্ঠা 4

শিক্ষার জন্য খাদ্য

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত সোমবার মিরেরসরাই থানায় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করার জন্য এই কর্মসূচী সফল করে তুলতে শিক্ষক, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান জানান।

শিক্ষার জন্য খাদ্য একটি নতুন কর্মসূচী এবং একটি নতুন ধরনের কর্মসূচী। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত এই কর্মসূচী গত ২৯ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য অত্যন্ত মহৎ। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে দরিদ্র জনসাধারণের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া এবং এর মাধ্যমে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করা। যে কোন জাতির অগ্রগতির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে শিক্ষা। এটাই জাতির মূল চালিকাশক্তি। আমাদের জনগণের বৃহত্তর অংশই শিক্ষাবঞ্চিত। আর এটা নিঃসন্দেহে আমাদের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ। অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার কারণ হচ্ছে জনগণের দুর্বিষহ দারিদ্র্য। জনগণকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে তাদের দারিদ্র্যই প্রধান অন্তরায়।

অনেক অভিভাবক শিক্ষার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও তাদের প্রতিপাল্যের উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর্যায়ের শিক্ষা দিতেও অক্ষম। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল ঃ পল্লী এলাকায় দুঃস্থ ও দরিদ্র শিশুদের পড়াশোনায় সাহায্য করা—পাঠ শেষ করার আগেই এ সব শিশু যাতে ঝরে না যায় অর্থাৎ বিদ্যালয় ত্যাগ না করে তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এই প্রকল্প দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হবে তবে প্রাথমিক পর্যায়ে তা দেশের ৪৬০টি থানার একটি করে পশ্চাৎপদ ইউনিয়নে চালু করা হবে।

দিনমজুর, দরিদ্র ও ভূমিহীন ও দুঃস্থ মহিলাদের পরিবারের সন্তানরা এই কর্মসূচীর আওতায় আসবে। স্কুলে যাবার জন্য প্রতিটি ছেলে বা মেয়েকে প্রতি মাসে ১৫ কেজি চাল এবং যে পরিবারের একাধিক সন্তান স্কুলে যাবে তাদের ৩০ কেজি গম বা চাল বরাদ্দ করা হবে। এই কর্মসূচীতে বছরে সাত লক্ষ শিশু ও পাঁচ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে।

দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য গৃহীত এই কর্মসূচীটি যথার্থই প্রশংসার দাবীদার। এ ধরনের কর্মসূচীর জন্য বর্তমান সরকারকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে গোড়াতেই আমরা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে একটা সতর্কবাণীও উচ্চারণ করতে চাই। তা এই যে এই কর্মসূচীর লক্ষ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে নিশ্ছিদ্র তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার।

যে কোন উত্তম লক্ষ্য সম্পন্ন কর্মসূচীকে সমস্যাক্রান্ত করতে বা তা ব্যর্থ করে দেবার মতো বিপুল প্রতিভা আমাদের আছে। অতীতে এভাবে অনেক মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা একারণেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীও যে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির বিত্তবৃদ্ধির অপচেষ্টার কবলে পড়ে মুখ থুবড়ে পড়বে না আমরা এতটা নিশ্চিত হতে পারছি না।

এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল শিক্ষার জন্য যে খাদ্য দেয়া হবে তা যাতে উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় তার নিশ্চয়তা বিধান। আর সে জন্য চাই নিখুঁত তদারকি ব্যবস্থা। সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।